



175339 - ইসলাম ধর্ম সঠিক হওয়ার পক্ষে প্রমাণাদি

প্রশ্ন

আমি একজন প্রকৃত মুসলিম হতে চাই। তাই আমি এ প্রশ্নটি করছি: ইসলাম মানার আবশ্যিকতা কি? অন্য কথায়: ধরুন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় ছলাম। আমি শুনছি যে, তিনি এই ধর্মে দিকে ডাকছেন। কোন জনিসি আমাকে ধাবতি করবে যে, আমি তাঁকে রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করব এবং তিনি যে কতিব ও সুন্যাহ নিয়ে প্রেরিত হয়েছে। সটোতে বিশ্বাস করব? অনুরূপভাবে আমি কুরআনের এই চ্যালএঞ্জেরটি বুঝতে পারছি না: “তবে তারা অনুরূপ বাণী রচনা করুক; যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে...”। আমি যা বুঝি তা হল: কটে যদি কোন এক শাস্ত্রের কোন একটি বই লখে সটেই একই শাস্ত্রের অন্য একটি বইয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে; যদিও খুঁটিনাটি কিছু বিষয় ভিন্ন হোক না কেন। সুতরাং কুরআনের চ্যালএঞ্জেরে যৌক্তিকতা কি? কোন মুসলিমের পক্ষে থেকে এমন প্রশ্ন হয়তো কিছুটা অদ্ভুত মনে হতে পারে; কিন্তু আল্লাহই আমার নিয়িত সম্পর্কে সম্যক অবগত।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলাম ধর্ম সঠিক হওয়া ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার পক্ষে দলিল-প্রমাণ অনেক। এই প্রমাণগুলো একজন নিরপেক্ষ ও একনিষ্ঠভাবে সত্যানুসন্ধী ববিকে-বুদ্ধিসম্পন্ন ন্যায়বাদী মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। এ সংক্রান্ত কিছু দলিল নিম্নে উল্লেখ করা হল:

এক: মানব প্রকৃতির দলিল: নিশ্চয় ইসলামের দাওয়াত সুষ্ঠু মানবপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী সেরে দিকিই ইশারা করছে: “অতএব একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে (সঠিক) ধর্মে প্রতীতি কর / আল্লাহ যেরে ফতিরতরে (সৃষ্টিগত প্রকৃতির) উপর মানুষকে সৃষ্টি করছেন সটোর উপর অটল থাক / আল্লাহর সৃষ্টিকে পরবির্তন করো না / এটাই সঠিক ধর্ম; তবে অধিকাংশ মানুষ জানে না।” [সূরা রুম, আয়াত: ৩০]

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “প্রত্যকে শিশু ফতিরতরে (সুষ্ঠু প্রকৃতির) উপর জন্মগ্রহণ করে / তার পতিমাতা তাকে ইহুদী বানায়, খ্রিস্টান বানায় কথিবা অগ্নি উপাসক বানায় / যমেনভাবে একটি পশু শাবক নিখুঁতভাবে জন্মগ্রহণ করে; তমেরা নবজাতক পশুতে কি কোন ত্রুটি পাও?” [সহি বুখারী (১৩৫৮) ও সহি মুসলিম (২৬৫৮)]

হাদসিরে বাণী: যমেনভাবে একটি পশু শাবক নিখুঁতভাবে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ পরিপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে ও



ত্রুটমিক্তভাবে জন্মগ্রহণ করে। এরপর কান কাটা কথিবা অন্য যা কিছু ঘটবে সেগুলো পশুটির জন্মের পরে ঘটে।

তদ্রূপ প্রত্যেকেই মানুষ ইসলামের প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। নঃসন্দেহে যা কিছু ইসলাম থেকে বচিযুতিসটিেতার প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যাওয়া। তাই আমরা ইসলামী বধি-বধিনে এমন কিছু পাই না যা মানবপ্রকৃতি বরিোধী। বরং ইসলামের যাবতীয় বশি্বাস ও কর্ম সুষ্ঠ সুম প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে, ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম ও বশি্বাসসমূহে প্রকৃতিবিরুদ্ধ বধিসমূহ রয়েছে। একটু চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টি দলিই এটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।

দুই: বুদ্ধভিত্তিকি দললিসমূহ

শরিয়তের অসংখ্য দললি ববিকেকে সম্বোধন করে ও বুদ্ধগিরাহ্য দললি-প্রমাণগুলোকে ববিচেনা আনার উপদশে দিয়ে উদ্ধৃত হয়েছে এবং অনেকে দললি আকলবানদের ও বুদ্ধবানদের প্রতি ইসলামের সত্যতার পক্ষে অকাট্য দললিগুলো অনুধাবন করার আহ্বান জানিয়ে উদ্ধৃত হয়েছে। আল্লাহতাআলা বলেন: “এক মুবারক কতিব, এটা আমরা আপনার প্রতি নাযলি করছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহে তাদাব্বুর করে (গভীরভাবে চিন্তা করে) এবং যাতে বোধশক্তসিম্পন্ন ব্যক্তির উপদশে গ্রহণ করে।” [সূরা সা’দ আয়াত: ২৯]

কাযী ইয়ায কুরআনে কারীমের মাজেজোর দকিগুলো তুলে ধরতে গিয়ে বলেন: “এর মধ্যে (কুরআনের মধ্যে) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বধি-বধিনের জ্ঞান, বুদ্ধভিত্তিকি প্রমাণগুলো পশে করার পদ্ধতিসমূহ এবং অন্যান্য ধর্মের ফরিকাগুলোর বিরুদ্ধে প্রত্যুত্তর— শক্তিশালী প্রমাণ ও সুস্পষ্ট দললিরে ভিত্তিতে। য়ে দললিগুলোর ভাষা সহজ, উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্ত। পরবর্তীতে বুদ্ধির দাবীদাররো অনুরূপ দললি-প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে।” [আশশফি (১/৩৯০)]

ওহীর দললিগুলোতে এমন কোন বধিয় অন্তর্ভুক্ত হয়নি ববিকেেরে কাছ য়ে অসম্ভব কথিবা ববিকে যটোকে অগ্রাহ্য করে। এমন কোন মাসয়ালা আরোপ করেনি আপাতঃ ববিকে য়ার বরিোধতি করে কথিবা বুদ্ধভিত্তিকি কোন মানদণ্ড যটোর সাথে সাংঘর্ষকি। বরং বাতলিপন্থীরা তাদরে বাতলিরে পক্ষে য়ে মানদণ্ড নিয়ে এসছে সেটোকে সঠিকি প্রমাণ ও সুস্পষ্ট বুদ্ধভিত্তিকি বশি্বিষণেরে মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহতাআলা বলেন: “তারা আপনার কাছ য়ে উপমা (সংশয়) পশে করুক না কনে আমি আপনাকে (সেটো প্রতিহিত করার জন্য) সত্য দয়িছি এবং (ওটার চয়ে) উত্তমতর ব্যাখ্যা দয়িছি।” [সূরা ফুরক্বান, আয়াত: ৩৩]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: “আল্লাহসুবহানাহু তাআলা সংবাদ দচিছনে য়ে, কাফরেরো তাদরে বাতলিরে পক্ষে বুদ্ধভিত্তিকি য়ে মানদণ্ড নিয়ে আসুক না কনে আল্লাহতাকৈ সত্য দয়িছনে এবং তাকৈ এমন বশি্বিষণ, প্রমাণ ও উপমা দয়িছনে; য়া তাদরে মানদণ্ডেরে চয়ে সত্যকে অধিকি ব্যাখ্যাকারী, উন্মোচনকারী ও স্পষ্টকারী।” [মাজমুউল ফাতাওয়া (৪/১০৬)]



কুরআনে বুদ্ধিবৃত্তিকি দলিলের আরকেটি উদাহরণ হচ্ছে আল্লাহতাআলার বাণী: “তারা কি কুরআন অনুধাবন করে না; যদি এটি আল্লাহ্ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে আসত তাহলে তারা এতে বহু বৈপরীত্য দেখতে পতে” [সূরা নসিা, আয়াত: ৮২]

তাফসিরে কুরতুবীতে এসেছে: “প্রত্যকে যবে ব্যক্তি বিশেষি কথা বলে তার কথাতে বৈপরীত্য পাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নহে। সটো তার ববিরণীতে, ভাষাতে; কথিবা তার ভাবে গুণগত মানে; কথিবা স্ববরিোধিতার ক্ষত্রে; কথিবা মথিযা (অসঠকি তথ্য)-র ক্ষত্রে। তাই আল্লাহতাআলা কুরআন নাযলি করে তাদরেকে কুরআন অনুধাবনরে নরিদশে দলিলে। কনেনা তারা এতে কনো বৈপরীত্য পাবে না— না এর ববিরণীতে, না এর ভাবে, না কনো স্ববরিোধিতায়, আর না তাদরেকে অদৃশ্যরে কথিবা যা কছি তারা গোপন করে সগেলোর যবে সংবাদ দয়ো হয় সক্ষেত্রে কনো মথিযা।” [আল-জামে লিআহকামলি কুরআন (৫/২৯০)]

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলনে: “অর্থাৎ যদি তা বানয়োট ও জাল হত, যমেনটি মূর্খ মুশরকিরো ও বর্ণচরো মুনাফকিরো বলে থাকে “তাহলে তারা এতে বহু বৈপরীত্য দেখতে পতে”। অর্থাৎ এটি বৈপরীত্য মুক্ত। অতএব এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযলিক্ত।” [তাফসরিুল কুরআনলি আযীম (১/৮০২) থেকে সমাপ্ত]

তনি: মোজাজাসমূহ ও নবুয়তরে নদির্শনাবলী:

নশিচয় আল্লাহতাআলা তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনকে মোজজো, অলৌককি বযিয় এবং ইন্দিয়িগ্রাহ্য নদির্শনাবলী দয়িে সাহায্য করছেন; যগেলো তার সত্যবাদতি ও তাঁর রসিালাতরে সঠকিতার প্রমাণ বহন করে। যমেন- চন্দ্র খণ্ডতি হওয়া, তাঁর সামনে খাবার ও পাথর কণার তাসবীহ পাঠ করা, তাঁর আঙুলরে মাঝখান থেকে পানরি প্রস্রবণ বরে হওয়া, তনি খাবারকে বাড়ানো ইত্যাদি মোজজো ও নদির্শনগলো। যবে মোজজোগলো অনকে মানুষ সচক্ষুে দেখেছেন ও প্রত্যক্ষ করছেন এবং সহি বর্ণনাসূত্ররে মাধ্যমে যগেলো আমাদরে কাছে পঠেছে। যবে বর্ণনাসূত্রগলো অর্থগত মুতাওয়াতরিরে পর্যায়ভুক্ত; যা একীন তথা নশিচতি জ্ঞেগন দয়ে। এর মধ্যে রয়েছে আব্দুল্লাহবনি মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণতি হাদসি তনি বলনে: “একবার আমরা রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাথে সফরে ছলিম / তখন পানরি সংকট হল / তনি বলনে: তোমরা অবশিষ্ট কনো পানি থাকলে সটোর সন্ধান কর / তখন তারা একটি পাত্র নয়িে এল তাতে একটু পানি ছিল / তখন তনি পাত্রটি ভতরে তাঁর হাত ঢুকয়িে দলিলে / এরপর বলনে: আল্লাহর পক্ষ থেকে মূবারকময় পানি ও বরকত গ্রহণ করতে ছুটে আস / আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আঙুলরে মাঝ থেকে পানি প্রস্রবতি হচ্ছে / তনি আরও বলনে: যবে খাবারটি খাওয়া হচ্ছে আমরা সটোর তাসবহি পাঠ শুনতে পতোম /” [সহি বুখারী (৩৫৭৯)]

চার: ভবষিযত বাণী:

এখানে ভবষিযত বাণী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: ভবষিযতে সংঘটিত হবে এমন যবে সব বযিয় বা ঘটনার কথা ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছ; চাই সবে সব ঘটনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জীবদ্দশায় ঘটুক কথিবা তাঁর মৃত্যুর পরে ঘটুক।



নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যতের যে বিষয়গুলোর কথা জানিয়েছেন সেগুলো তিনি যিভোবে বলছেন ঠিক সভোবেই সংঘটিত হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্‌তায়র কাছে ওহী পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে গায়বী কিছু বিষয় অবহতি করছেন যে বিষয়গুলো ওহীর মাধ্যম ছাড়া জানা সম্ভবপর নয়। এ ধরণের ভবিষ্যত বাণীর মধ্যে রয়েছে:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্‌সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না হজিযেরে ভূমি থেকে একটা আগুন বের হয়; যার ফলে বসরায় অবস্থানরত উটরে গলা আলোকিত হয়ে যাবে।” [সহিহ বুখারী (৭১১৮) ও সহিহ মুসলিম (২৯০২)]

এই ঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাবে সংবাদ দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে ৬৫৪হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর প্রায় ৬৪৪ বছর পরে। ইতিহাসবিদগণ এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যমেন- আবু শামা আল-মাকদসি তাঁর ‘যাইলুর রওয়াতাইন’ গ্রন্থে। তিনি এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি সংঘটনকালীন সময়ের আলমে। অনুরূপভাবে হাফযে ইবনে কাছরি তাঁর ‘আল-বাদিয়া ওয়ান- নহিয়া’ গ্রন্থে (৩/২১৯)। তিনি বলছেন: “এরপর ৬৫৪ সাল প্রবশে করে। এই সালে হজিযেরে ভূমি থেকে অগ্নি প্রকাশিত হয়। যার আলোতে বসরার উটরে গলা আলোকিত হয়। ঠিক বুখারী-মুসলিমের হাদিসে যিভোবে উদ্ধৃত হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন শাইখ ইমাম আললামা দ্বীনরে সূর্য আবু শামা আল-মাকদসি তাঁর ‘যাইল’ নামক গ্রন্থে ও উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যায়। তিনি এ তথ্য লিখেছেন হজিয থেকে দামসেকেরে প্রেরিত বহু পত্র থেকে। যে পত্রগুলোর সংখ্যা ছিল মুতাওয়াতরি পর্যায়ে এবং এই পত্রগুলোতে এই অগ্নির প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ ও বের হওয়ার পদ্ধতি উল্লেখ ছিল।

আবু শামা যা উল্লেখ করেছেন সটোর সারমর্ম হল, তিনি বলছেন: এই বছর ৫ জুমাদাল আখরীতে মদনিতা অগ্নি বের হওয়া সম্পর্কে মদনিয়া থেকে দামসেকেরে কিছু পত্র এসেছে (মদনিয়াবাসীর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক)। ৫ ই রজবে লিখিত পত্রেরে সেই আগুন বহাল থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই পত্রটি আমাদের কাছে পৌঁছেছে ১০ ই শাবান। এরপর তিনি বলেন: বসিমলিলাহরি রাহমানরি রাহীম। ৬৫৪ হিজরীর শাবান মাসেরে প্রথমদিকে মদনিয়া থেকে লিখিত পত্র দামসেকেরে পৌঁছে। উক্ত পত্রে মদনিতা বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটার উল্লেখ রয়েছে। যা সহিহ বুখারী ও সহিহ মুসলিমেরে সংকলিত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদিসটির সত্যায়ন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না হজিযেরে ভূমি থেকে একটা আগুন বের হয়; যার ফলে বসরায় অবস্থানরত উটরে গলা আলোকিত হয়ে যাবে।” সে আগুনটি যারা সচক্ষু দেখেছেন তাদের মধ্য থেকে আমার কাছে আস্থাভাজন এমন এক ব্যক্তি জানিয়েছেন যে, তার কাছে এই মরমে খবর পৌঁছেছে যে, তাইমা (একটি স্থানের নাম)-তে এই আগুনের আলোতে পত্র লেখা হয়েছে। তিনি আরও বলেন: “ঐ রাতগুলোতে আমরা আমাদের বাড়ীতে ছিলাম। প্রত্যেকে ঘরে চরোগ ছিল। কিন্তু চরোগগুলো বড় হওয়া সত্ত্বেও এগুলোর কোন উত্তাপ ও শিখা ছিল না। বরং এটি ছিল আল্লাহর একটা নিদর্শন।” [সমাপ্ত]

পাঁচ: নবীজরি গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য:



নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের সত্যতার অন্যতম বড় প্রমাণ হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তিনি নিজের যে মহান চরিত্র, উত্তম স্বভাব, সুন্দর বৈশিষ্ট্য ও সুমহান গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন। যহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুমহান চরিত্র ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে মানবীয় সর্ববোচ্চ স্তরে (কামালয়িততে) পৌঁছেছিলেন; যে স্তরে পৌঁছা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত কোন নবী ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। যত প্রশংসনীয় আচরণ আছে তিনি সে দিকে আহ্বান জানিয়েছেন, সটোর নরিদশে দিয়েছেন, সটোর প্রতি উদ্ভুদ্ধ করছেন, নিজের সটোর উপর আমল করছেন। যত খারাপ আচরণ আছে সেগুলো থেকে তিনি নিষিদ্ধ করছেন, সতর্ক করছেন এবং নিজের সটো থেকে সবচেয়ে দূরে ছিলেন। এমনকি চরিত্রের উপর তাঁর অধিক গুরুত্বারোপ এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাঁর রসিলাত (মশিন) ও নবুয়তের দায়িত্বকে চরিত্র গঠন, সচরিত্রের প্রসার এবং জাহলী সমাজ যতটুকু চরিত্র নষ্ট করেছে সটো সংশোধন করা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসে এসেছে যে, তিনি বলেন: “আমি সচরিত্রকে পূর্ণতা দিতে প্রেরিত হয়েছি।” [মুসনাদে আহমাদ (৮৭৩৯), হাইছামী ‘আল-মাজমা’ গ্রন্থে বলছেন: হাদিসটি আহমাদ বর্ণনা করছেন, হাদিসটির বর্ণনাকারীগণ সহি হাদিসের বর্ণনাকারী। ইজলুনিতার ‘কাশফু কফি’ গ্রন্থে হাদিসটির সনদকে সহি বলছেন এবং আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (২৩৪৯) হাদিসটিকে সহি বলছেন]

মোজাজো রাসুলের সত্যতার পক্ষে প্রমাণ। কেননা তিনি মানুষকে বলবনে যে, তিনি আল্লাহতাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত। তখন কিছু লোক তাঁকে চ্যালএঞ্জ করে প্রমাণ দিতে বলবে। তাই আল্লাহতাঁকে মোজাজো দিয়ে সাহায্য করেন। মোজাজো হচ্ছে অলৌকিক বিষয়। আবার কারো পক্ষ থেকে চ্যালএঞ্জ বা মথিয়ান না ঘটলেও মোজাজো দয়া হতে পারে। তখন সটো দয়া হয় রাসুলের অনুসারীদেরকে অবচিল রাখার জন্য।

ছয়: দাওয়াতের সার নরিয়াস:

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মূল দাওয়াত শরয়িতসদিধ ও সুষ্ঠু ববিকেগ্রাহ্য ভিত্তির উপর সঠিক আকদি-বশ্বাস বনিরিমাণের মধ্যে সংক্ষপেতি। তার বশ্বাসগুলো হচ্ছে- আল্লাহর প্রতি ঈমানের দিকে আহ্বান, উপাসনায় (উলুহয়িত) ও প্রভুতবে (বুবয়িত) তাঁর এককত্বের প্রতি ঈমান আনার প্রতি দাওয়াত। তথা উপাসনা পাওয়ার অধিকার এক উপাস্য ছাড়া অন্য কারো নয়। আর তিনি হচ্ছেন— আল্লাহতাআলা। কেননা তিনিই হচ্ছেন— এই মহাবশ্বের প্রভু, স্রষ্টা, মালিক, নিয়ন্ত্রণকারী, পরিচালনাকারী, নরিদশেদাতা। যনি কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক। যনি সকল সৃষ্টিকুলের জীবিকার মালিক। অন্য কটে এতে তাঁর সাথে অংশীদার নয়। তাঁর সমকক্ষ বা তাঁর অনুরূপ কটে নাই। তিনি অংশীদার, সমকক্ষ ও সমতুল্য থেকে পবিত্র। আল্লাহতাআলা বলেন: “বলুন: তিনি আল্লাহ, তিনি এক। আল্লাহ: সবাই যার মুখাপকেষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কটে জন্ম দেননি। আর তাঁর সমকক্ষ কটে নাই।” [সূরা আল-ইখলাছ, আয়াত ১-৪]

তিনি আরও বলছেন: “বলুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার কাছে ওহী আসে যে, তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য। অতএব, যে তার প্রভুর সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেনে সংকাজ করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে অংশীদার না



করে।”[সূরা কাহাফ, আয়াত: ১১০]

অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত হচ্ছে সব ধরণের শরিককে নসিহত করা এবং বাতলি যা কিছু উপাসনা করা হয় সে সব থেকে মানুষ ও জ্বনিককে মুক্ত করা। পাথর-পূজা, গ্রহ-নক্ষত্র-পূজা, কবর-পূজা, সম্পদ-পূজা, প্রবৃত্তি-পূজা, বশ্বিরে তাগুত ও শাসকদের পূজা; এ সব কিছুকে নাকচ করা। নশিচয় এটি হচ্ছে মানবজাতিকে দাসদের দাসত্ব থেকে মুক্তির দাওয়াত। তাদেরকে পটৌতলকিতার লাঞ্ছনা থেকে, তাগুতদের অবচার থেকে নশিক্তির ডাক। কুপ্রবৃত্তি ও বপেরোয়া কামনার শৃংখল থেকে মুক্তির আহ্বান। এই মুবারকময় দাওয়াত প্রববর্তী তাওহীদের (একত্ববাদের) দিকে আহ্বানকারী রাসূলদের রসিলাতের সম্প্রসারণ ও সাব্যস্তকরণ হিসেবে গণ্য। এ কারণে ইসলাম সকল নবী ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার দিকে আহ্বান করে; তাদেরকে সম্মান করার সাথে সাথে এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ হওয়া কতিবগুলোর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানায়। এ ধরণের দাওয়াত নশিন্দহে সত্য দাওয়াত।

সাত: সুসংবাদসমূহ:

প্রববর্তী নবীদের কতিবসমূহ দ্বীন ইসলাম ও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ বার্তা নিয়ে এসেছে। কুরআনে কারীম আমাদেরকে জানিয়েছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জিলে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে সুস্পষ্ট সুসংবাদ বাণীসমূহ রয়েছে। এর মধ্যে কিছু সুসংবাদে পরসিকারভাবে তাঁর নাম ও বশিষ্টিয়ে উল্লেখ আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “(এরা তো তারাই) যারা সেই রাসূল ও নরিক্ষর নবীর অনুসরণ করে যার কথা তারা তাদের তাওরাত ও ইঞ্জিলে লখিতি পাচ্ছে। তনিতাদেরকে ভালকাজ করার আদেশে দনে ও মন্দকাজ করতনে নশিধে করনে, তাদের জন্য ভাল জনিসিকে বশি ও খারাপ জনিসিকে অবশি ঘোষণা করনে এবং তাদেরকে ভারমুক্ত ও শৃংখলমুক্ত করনে।”[সূরা আরাফ, আয়াত: ১৫৭]

তনিতারও বলেন: “(স্মরণ করুন) মারয়ামের পুত্র ঈসা বলছেলিনে, হে বনী ইসরাঈল! আমিততোমাদের কাছে (প্রেরতি) আল্লাহর রাসূল, আমার প্রববে যে তাওরাত (এসছে) সটোক সত্যায়নকারী এবং এমন এক রাসূলের সুসংবাদদাতা যনিত আমার পরে আসবনে, যার নাম আহমাদ।”[সূরা আছফ, আয়াত: ৬]

এখনও ইহুদী ও খ্রিস্টানদের গ্রন্থসমূহে (তাওরাত ও ইঞ্জিলে) এমন কিছু সুসংবাদ বাণী বদ্যমান যগুলো তাঁর আগমন ও তাঁর রসিলাতের সুসংবাদ দিয়ে এবং তাঁর কিছু গুণাবলী তুলে ধরে; এ সুসংবাদগুলো মুছে ফেলার ও বকিত করার অবরাম প্রচেষ্টা সত্ববেও। দ্বিতীয় ববিরণী (৩৩:২) তে এসছে: “প্রভু সীনয় পর্বত হতে এলনে, সয়ীরের গোধুলি বশিয যনে আলদে উদতি হল। পারাণ পর্বত হতে যনে আলদে জ্বলে উঠলো।”

মুজামুল বুলদান গ্রন্থে (৩/৩০১) এসছে: ‘পারাণ’ একটী হিব্রু শব্দ। যটোক আরবীকরণ করা হয়ছে। এটী মক্কার একটী নাম; যা তাওরাততে উল্লেখিতি হয়ছে। কারো মতে, এটী মক্কার একটী পাহাড়ের নাম।



ইবনে মাকুলা বলেন:

বকররে পতি, নাসর বনি আল-কাসমে বনি কুয়াআ আল-কুয়াঈ, আল-পারাণী, আল-ইসকান্দারানী: আমশুনছেযি এটি (আল-পারানী) পারাণ নামক পাহাড়ের দিকে সম্বন্ধীয়। আর এটি হচ্ছে হজায়েরে একটি পাহাড়।

তাওরাতের এসছে:

“সদাপ্রভু সীনয় থেকে আসলিনে, সয়ীর হইতে তাহাদরে প্রতি উদতি হইলনে; পারাণ পর্বত হইতে আপন তজে প্রকাশ করলিনে”।

এখানে সীনয় থেকে আসা মানে মুসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলা। সয়ীর থেকে উদতি হওয়া: সয়ীর ফলিস্তিনেরে কিছু পাহাড়। উক্তির মানে হচ্ছে- ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি ইঞ্জিলি নাযলি করা। পারাণ পর্বত হতে আপন তজে প্রকাশ মানে: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের উপর কুরআন নাযলি করা।[সমাপ্ত]

আট: কুরআনুল কারীম:

এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় মাজাজো এবং সর্বাধিক সুস্পষ্ট প্রমাণ। কয়ামত পর্যন্ত এটি সৃষ্টির উপর আল্লাহতাআলার চূড়ান্ত প্রমাণ। এ কুরআনে চ্যালএঞ্জেরে কয়েকটি দিক সন্নিবেশিত হয়েছে: ভাষাগত চ্যালএঞ্জ, জ্ঞানগত চ্যালএঞ্জ, আইনপ্রণয়ন বিষয়ক চ্যালএঞ্জ এবং ভবিষ্যত ও অদৃশ্য বিষয়বস্তুর সংবাদ প্রদান।

পক্ষান্তরে, “তবে তারা অনুরূপ বাণী রচনা করুক; যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে...”। [সূরা তুর, আয়াত: ৩৪] এ বাণীর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা দাবী করছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনকে নিজেরে পক্ষ থেকে বানিয়ে বলছেন তাদেরে কথাকে খণ্ডন করা। কুরআন তাদেরকে অনুরূপ বাণী রচনা করার চ্যালএঞ্জ দিয়েছে; যদি তারা তাদের দাবীতে সত্যবাদী হয়। কনেনা তাদের এ দাবী অনবির্য করে যে, এটি মানুষেরে সক্ষমাতী। যদি তা সঠিক হয় তাহলে কোন জনিসি তাদেরকে অনুরূপ বাণী রচনায় বাধা দিচ্ছে যে, তারা সটো করতে অপরাগ। অথচ তারা হচ্ছে বাগ্মী এবং অলংকার শাস্ত্রেরে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আল্লাহ্রাব্বুল আলামীন কাফরেদেরে প্রতি অনুরূপ বাণী রচনা করে আনার চ্যালএঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন; যমেনটি কুরআনে এসছে: “বলুন, মানুষ ও জনিরো যদি এই কুরআনেরে অনুরূপ কোন গ্রন্থ তরী করার জন্য একত্রিত হয় এবং একে অপরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ গ্রন্থ তরী করতে পারবে না।” [সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৮৮]

তনি তাদেরকে অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করার চ্যালএঞ্জও দিয়েছেন; যা গ্রহণ করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। কুরআনে এসছে: “নাকি তারা বলে যে, এই কুরআন স (মুহাম্মদ) নিজেরে বানিয়েছে? বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তোমরাও এর অনুরূপ দশটি সূরা বানিয়ে আন এবং (এ কাজে সাহায্যেরে জন্য) আল্লাহ্ছাড়া যাকে পার ডেকে লও।” [সূরা হুদ, আয়াত: ১৩]



তাদেরকে অনুরূপ একটি সূরা রচনার চ্যালেঞ্জও দয়া হয়েছে; যা গ্রহণ করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। কুরআনে এসেছে: “আর আমি আমার বান্দার ওপর যা নাযলি করছি (অর্থাৎ কুরআন) সে সম্বন্ধে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তাহলে (নজিরো) তার আদলে একটি সূরা রচনা করে দেখোও এবং আল্লাহ্‌ব্যতীত তোমাদের সাক্ষীদেরকে (অথবা সাহায্যকারীদেরকে) ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৩]

কুরআন রচনা করতে না পারার যে চ্যালেঞ্জ দয়া হয়েছে সেটো কোন বিবেচনা থেকে এ ব্যাপারে আলমেগণ একাধিক মত পশে করছেন। সর্বাধিক ভাস্বর অভিমত হচ্ছে যা আলুসী বলছেন: “সমগ্র কুরআন কথিবা এর অংশ বিশেষে এমনকি সেটো ছোট্ট একটি সূরাও যদি হয় এর দ্বারা চ্যালেঞ্জ দয়া হয়েছে— এর বনিয়াস, ভাষাগত অলংকরণ, অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান, বিবেক-বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম মর্মে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার দিক থেকে। কখনও এ সবগুলো বিষয় এক আয়াতের মধ্যই ফুটে ওঠে। আবার কখনও কিছু বিষয় প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে; যমেন অদৃশ্যের সংবাদ দানের বিষয়টি। এতে দোষের কিছু নাই। যতটুকু অটুট আছে ততটুকুই যথেষ্ট এবং উদ্দেশ্য হাছলিরে জন্য পর্যাপ্ত।” [রুহুল মাআনী (১/২৯) থেকে সমাপ্ত]

পূর্ববক্ত প্রত্যেকেটি সামগ্রিক সূত্রের অধীনে অনেকে বিস্তারিত দলিল রয়ছে। কিন্তু, এখান থেকে সেগুলো আলোচনা করার যথেষ্ট সুযোগ নাই। বরং যথাযথ স্থান থেকে সেগুলো জেনে নেয়াটাই ভাল। প্রত্যেকে মুসলিমের প্রতি উপদেশে হচ্ছে— কুরআন-হাদিসের জ্ঞান অর্জন করা, সহি আকদির বই-পুস্তক পড়া, দ্বীনি বিষয় জানা; যাতে করে ব্যক্তির ইসলাম সুশোভিত হয় এবং ইলমের ভিত্তিতে সে তার প্রভুর ইবাদত করতে পারে।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।